দ্বিতীয় দার্‌স

الدرس الثاني

হস্তিবাহিনীর ঘটনায়

قصة الفيل

আবরাহা ছিলো ইথিওপিয়ার শাসক কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামানের গভর্নর। সে যখন দেখলো যে, আরবরা মক্কায় অবস্থিত কা'বার হজ্জ করছে, তার তাযীম করছে এবং দূর-দুরান্ত থেকে সেখানে আগমন করছে, তখন সে সানআতে (বর্তমানে ইয়ামানের রাজধানী) এক বিরাট গির্জা নির্মাণ করলো, যেন আরবরা এ নব নির্মিত গির্জায় হজ্জ করে। অতঃপর কেনানা গোত্রের (আরবের একটা গোত্র) এক লোক তা শুনার পর রাতে প্রবেশ করে, গির্জার দেয়ালগুলোকে মলদ্বারা পঙ্কিল করে দেয়। আবরাহা এ কথা শুনার পর রাগে ক্ষেপে উঠলো এবং ৬০হাজারের এক বিরাট সেনা বাহিনী নিয়ে কাবাশরীফ ধ্বংস করার জন্য রওয়ানা হলো। সেনাবাহিনীর মধ্যে নয়টি হাতী ছিল। নিজের জন্য সে সব চেয়ে বড় হাতীটা পছন্দ করলো। মক্কা নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত তারা যাত্রা অব্যাহত রাখলো। তারপর সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য উদ্যত হলো, কিন্তু হাতী বসে গেল কোনক্রমেই কাবার দিকে অগ্রসর করানো গেলো না। যখন তারা হাতীকে কাবার বিপরীত দিকে অগ্রসর করাতো, দ্রুত সে দিকে অগ্রসর হতো কিন্তু কাবার দিকে অগ্রসর করাতে চাইলেই, বসে পড়তো। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাদের প্রতি প্রেরণ করেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, যা তাদের উপর জাহান্নামের আগুনে পক্ত করা ছোট ছোট পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করা শুরু করলো। প্রত্যেক পাখি তিনটি করে কাঁকর বহন করে এনেছিলো। ১টি পাথর ঠোঁটে আর দুটি দুই পায়ে। পাথর দেহে পড়া মাত্র দেহের সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতো। যারা পলায়ন করে, তারাও পথে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি। আবরাহার উপর মহান আল্লাহ এমন মারাত্মক এক রোগ প্রেরণ করলেন যে, সে রোগের ফলে তার সব আঙ্গুল খসে পড়তে লাগলো এবং সে এমন অবস্থায় সানআয় পৌছলো যে, কষ্ট তার শেষ সীমা পর্যন্ত তাকে গ্রাস করে ফেলেছিলো। সে সেখানে মৃত্যুবরণ করলো। কুরাইশরা গিরিউপত্যকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সেনাবাহিনীর ভয়ে পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল। আবরাহার সেনাবাহিনীর এ অশুভ পরিণামের পর তারা নিরাপদে ঘরে ফিরে আসলো। রাসূলে করীম ﷺ-এর জন্মের ৫০দিন পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো।

দুধ পানঃ নবী করীম ﷺ-এর জন্মের পর প্রথমে তাঁকে দুধ পান করায় তাঁর চাচা আবূ লাহাবের ক্রীতদাসী সুআইবা। এই মহিলা ইতিপূর্বে তাঁর (রাসূলের) চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকেও দুধ পান করিয়ে ছিলো। তাই হামযা-ﷺ-ছিলেন নবী করীম ﷺ-এর দুধ ভাই। আরবদের প্রথা ছিল যে, তারা তাদের শিশুদেরকে বেদুঈন অধ্যুষিত মরু অঞ্চলে লালন-পালন করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিত। সেখানে তাদের দৈহিক সুস্থতার অনুকূল পরিবেশ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺও অন্য দুধদাত্রীর কাছে স্থানান্তরিত হলেন। রাসূলে করীম-ﷺ-এর পবিত্র জন্ম লাভের পর বনীসাদ গোত্রের এক মহিলার দল দুধপানকারী সন্তানের খোঁজে মক্কায় আসে। মহিলারা মক্কার ঘরে ঘরে শিশুর অনুসন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু রাসূলের পিতৃহীনতা ও দারিদ্র্যের কারণে সকল মহিলারা মুহাম্মাদ ﷺকে গ্রহণ করা থেকে ছিলো বিমুখ। হালিমা সাদিয়াও ছিলেন মুহাম্মাদ-ﷺ-থেকে বিমুখ প্রদর্শনকারিণী মহিলাদের মধ্যে একজন। সবার মত তিনিও ছিলেন বিমুখ। শিশু পালনের পারিশ্রমিক দিয়ে জীবনের অভাব অনটন বিমোচন করা ও জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দূর করার লক্ষ্যে মক্কার অধিকাংশ ঘরে শিশুর অনুসন্ধান করেও সফল হোননি তিনি। অধিকন্তু সে বছরে ছিল অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ। তাই স্বল্প পারিশ্রমিকে ইয়াতীম সন্তানকে নেয়ার উদ্দেশ্যে আমেনার ঘরে আবার ফিরে আসেন তিনি। হালিমা আপন স্বামীর সাথে মক্কায় মন্থর গতিতে চলে এমন একটি দুর্বল গাধী নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে কোলে নেয়ার পর গাধী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছিলো এবং অন্যান্য সব জানোয়ারকে পিছনে ফেলে আসছিল। ফলে সফর সঙ্গীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়। হালিমা আরো বর্ণনা করেন যে, তাঁর স্তনে কোন দুধ ছিল না, তাঁর ছেলে ক্ষুধায় সর্বদা কাঁদতো। রাসূলে করীম-ﷺ- তাঁর পবিত্র মুখ স্তনে রাখার পর প্রচুর পরিমাণে দুধ তাঁর স্তনে আসতে লাগলো। বনী সাদ গোত্রের অধ্যুষিত অঞ্চলের অনাবৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এ শিশু (মুহাম্মদ-ﷺ-) দুধ পান করার বদৌলতে জমিতে উৎপন্ন হতে লাগলো ফল-মূল এবং ছাগল ও অন্যান্য পশু দিতে লাগলো বাচ্চা। অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের পরিবর্তে সুখ ও সমৃদ্ধি সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। মুহাম্মাদﷺ হালিমার পরিচর্যায় দু'বছর লালিত পালিত হোন। তিনি তাঁর প্রতি সর্বতোভাবে যত্নশীলা ছিলেন। এই শিশুকে কেন্দ্র করে হৃদয়ের গভীরে তিনি বহু অলৌকিক কর্ম-কান্ড ও অবস্থা উপলব্ধি করতেন। দু'বছর শেষ হবার পর হালিমা তাঁকে মক্কায় মাতা ও দাদার কাছে নিয়ে আসলেন। কিন্তু তিনি যেহেতু রাসূলে করীম-ﷺ-এর বদৌলতে বহু এমন এমন বরকত অবলোকন করেন, যে বরকত তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, তাই আমেনার কাছে রাসূলে করীম-ﷺ-কে দ্বিতীয় বার দেয়ার জন্য আবেদন করেন। আমেনা তাতে সম্মত হোন। হালিমা ইয়াতীম শিশুকে নিয়ে নিজ এলাকায় আনন্দ ও সন্তোষ সহকারে ফিরে আসেন।